পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন– ১ ▸▸

পলাশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনে পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদের চরম পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সেলিম মিয়ার মধ্যস্থতায় উভয় গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে একটি সমঝোতা চুক্তি করা হয়। এতে উভয় গ্রামের মানুষ নিশ্চিত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পায়। শেষে সেলিম মিয়া সবার উদ্দেশ্যে বলেন, শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সবার মহানবি (স.) প্রবর্তিত সনদের অনুসরণ আবশ্যক।

ক. হিজরত শব্দের অর্থ কী?

খ. মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে সমঝোতা চুক্তিটি মহানবি (স.)–এর কোন চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ.স্থানীয় সেলিম মিয়ার শেষ উক্তিটি দ্বারা রাসুল (স.) প্রবর্তিত যে সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ কর।

ক হিজরত শব্দের অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা।

খ মক্কার পরিবেশ দাওয়াতের অনুকূল না থাকায় মহানবি (স.) আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর দাওয়াতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অনেকে তাঁর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। অনেকে তাঁর জীবননাশের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। শেষে তাঁর ঘর রাতে অবরোধ করলে তিনি রাতের আঁধারে মদিনায় হিজরত করেন।

গ উদ্দীপকে সমঝোতা চুক্তিটি মহানবি (স.)–এর হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জন্মভূমিকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আলরাহর ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ হিজরিতে মহানবি (স.) চৌদ্দশত সাহাবি নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। কাফিররা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সদলবলে অস্ত্রসহ অগ্রসর হয়। অতঃপর অনেক বাগবিতণ্ডার পর মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাৰরিত হয়। যা ইতিহাসে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। উদ্দীপকে পলাশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের বিবাদের চরম পর্যায়ে সেলিম মিয়ার মধ্যস্থতায় যে সমঝোতা চুক্তিটি হয় তা মহানবি (স.)–এর হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের স্থানীয় সেলিম মিয়ার শেষ উক্তিটি দ্বারা রাসুল (স.) প্রবর্তিত মদিনা সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কতিপয় নীতিমালা তৈরি করেন, যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। সনদের ফলে মদিনায় লোকজনের মাঝে সকল হিংসা–বিদ্বেষ ও কলহের অবসান হয়। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। ধর্ম–বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে এক উদার সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। মদিনা সনদের এ গুরবত্ব উপলব্ধি করে। সেলিম মিয়া শেষোক্ত উক্তি দ্বারা মদিনা সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন– ২ ▸▸

প্রাচুর্য আর ধন–সম্পদ ধনাঢ্য জাহিদ সাহেবকে অহংকারী করে নি, বরং তিনি খাঁটি মুমিন। মুমিন হওয়ার কারণে গ্রামের অন্যান্য লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারপরও গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খাদ্য বিতরণ করে সবাইকে সাহায্য করেন। গ্রামে কুরআন তিলাওয়াতকে কেন্দ্র করে অনৈক্য দেখা দিলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস চালান।

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী?

খ. ইসলামের তৃতীয় খলিফাকে কেন গণি বলা হতো?

গ. জাহিদ সাহেবের আচরণে তৃতীয় খলিফার যে চারিত্রিক গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ.গ্রামবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে জাহিদ সাহেবের প্রচেষ্টা তৃতীয় খলিফার কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত– বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম হযরত উসমান (রা.)।

খ অগাধ সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে ইসলামের তৃতীয় খলিফাকে গণি বলা হতো। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তার অনেক সম্পদ ছিল। তিনি তার সম্পদ ইসলামের সেবায় উদার হস্তে দান করেছেন। ইসলাম সম্প্রসারণ কিংবা দুঃস্থদের সাহায্য–সহযোগিতা এ ধরনের কাজে তিনি তার সম্পদ ব্যয় করেছেন।

গ জাহিদ সাহেবের আচরণে তৃতীয় খলিফার যে চারিত্রিক গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো উদারতা। হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজে তিনি তাঁর সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করেন। তিনি নিজ খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার দিনার (মুদ্রা) ও এক হাজার উষ্ট্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে দান করেন। উদ্দীপকের ধনাঢ্য জাহিদ সাহেবের আচরণে তৃতীয় খলিফার সেই উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ গ্রামবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে জাহিদ সাহেবের প্রচেষ্টা তৃতীয় খলিফার কুরআন সংকলনের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। হযরত উসমান (রা.)–এর সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে নানা অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে আল–কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠরীতি প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত যায়দ (রা.)–এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)–এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি

থেকে নকল করে আরও সাতটি পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তারপর প্রত্যেক প্রদেশে আল–কুরআনের এক এক কপি পাঠিয়ে দেয়া হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মুসলমানদের অনৈক্য দূর হয়। উদ্দীপকে উলিরখিত গ্রামে কুরআন তিলাওয়াতকে কেন্দ্র করে অনৈক্য দেখা দিলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা হযরত উসমান (রা.)–এর চেষ্টার প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন– ১ ▸▸

মানিকনগর গ্রামের হাতেম আলি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তি। সমাজের উন্নয়নকল্পে তিনি অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এতে এলাকার কিছু লোক তার প্রতি হিংসাবশত অত্যাচার শুরব করে। এমনকি ভাইয়েরাও তার ওপর অনেক জুলুম করে। তা সত্ত্বেও স্বীয় প্রতিভা বলে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে ভাইদের ৰমা করে দিয়ে বলেন–‘আজ তোমাদের বিরবদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আলরাহ তোমাদের ৰমা করবন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু’।

ক. আহসানুল কাসাস অর্থ কী? ১

খ. হযরত ইউসুফ (আ.) কেন মন্ত্রী পদে নিয়োগ পান? ২

গ. উদ্দীপকের হাতেম আলির জীবন কোন মনীষীর জীবনের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের হাতেম আলির উক্তিটির তাৎপর্য বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আহসানুল কাসাস অর্থ সর্বোত্তম কাহিণী।

খ ইউসুফ (আ.) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলায় মন্ত্রী পদে নিয়োগ পান। ইউসুফ (আ.)–এর ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ খুবই মুগ্ধ হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাঁকে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

গ উদ্দীপকের হাতেম আলির জীবন হযরত ইউসুফ (আ.)–এর জীবনের প্রতিচ্ছবি। হযরত ইউসুফ (আ.)–এর ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে অন্ধকূপে ফেলে দেয়। একদল সওদাগর তাঁকে কূপ থেকে তুলে মিসরের বাদশাহর কাছে বিক্রি করে দেয়। অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিভাগুণে বাদশাহকে মুগ্ধ করে মিসরের অর্থমন্ত্রী হন। পরে বাদশাহী লাভ করেন। উদ্দীপকের হাতেম আলিও ঠিক তাই যে, তার জীবন হযরত ইউসুফ (আ.)–এর জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকের হাতেম আলির উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইউসুফ (আ.)– তাঁর ভাইদের একথাই বলেছিলেন যে আলরাহ তোমাদের ৰমা করবন। হযরত ইউসুফ (আ.)–এর ভাইয়েরা তাঁকে কূপে ফেলে দেয়। একদল বণিক তাঁকে তুলে নিয়ে মিসরে বিক্রি করে। পরবর্তীতে তিনি মিসরের বাদশাহ হন। তখন তিনি ভাইদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ ও ৰমতা পাওয়া সত্ত্বেও ভাইদের তিনি ৰমা করে জগতে ৰমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। উদ্দীপকের চেয়ারম্যান হাতেম আলি ভাইদের ৰমা করে দিয়ে ঠিক একথাই বলেছেন–‘আজ তোমাদের বিরবদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আলরাহ তোমাদের ৰমা করবন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু’।

প্রশ্ন– ২ ▸▸

নিজাম ঘুমে অচেতন। হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখেন মহান আলরাহ তাকে ডেকে বলছেন– ‘নিজাম তোমার প্রিয় বস্তু আমার নামে উৎসর্গ করো। নিজাম ঘুম থেকে উঠে অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, তার ছেলে কামাল তার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয়। কামালকে স্বপ্নের কথা বললে কামাল বলল বাবা তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন কর। আমাকে ধৈর্যশীল পাবে।’

ক. হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কী? ১

খ. হযরত ইসমাঈল (আ.) কে আলরাহ তাআলা ‘ছাদেকুল ওয়াদ’ উপাধি দেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের নিজামের স্বপ্ন কোন নবির স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ‘আমাকে ধৈর্যশীল পাবে’— মন্তব্যটি বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর জ্যৈষ্ঠ পুত্রের নাম ইসমাঈল (আ.)।

খ ওয়াদা রৰার কারণে হযরত ইসমাঈল (আ.) কে আলরাহ তাআলা ছাদেকুল ওয়াদ উপাধি দেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) জনৈক ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকার করেন এ স্থানে তিনি তার জন্য অপেৰা করবেন। লোকটি কথা অনুযায়ী সে স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিনদিন পর্যন্ত অপেৰায় থাকেন এবং তৃতীয় দিন তার সাথে সেখানে দেখা হয়। এজন্য হযরত ইসমাঈল (আ.) কে আলরাহ ‘ছাদেকুল ওয়াদ’ বা অঙ্গীকার পালনকারী উপাধি দেন।

গ উদ্দীপকে নিজামের স্বপ্ন হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানি করতে আদিষ্ট হন। তখন ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। পুত্রের সম্মতি নিয়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)–কে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে মিনার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত না হয়ে মিনায় পৌছে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য উদ্ধত হন। উদ্দীপকের নিজামের স্বপ্নও যেন হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর প্রতিচ্ছবি। সুতরাং, নিজামের স্বপ্নে হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর স্বপ্নের অনুরূ প বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ ‘আমাকে ধৈর্যশীল পাবে’–প্রশ্নে উলিরখিত উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত ইবরাহিম (আ.) ১৩ বছর বয়সী পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে বলেন, ‘হে পুত্র, স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে কুরবানি করছি। স্বপ্নের এই বিবরণ শোনা মাত্রই ইসমাঈল (আ.) পিতাকে বললেন, হে পিতা আলরাহর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করবন। দ্বিতীয় পর্যায়ে জবেহ করার সময় ইসমাঈল (আ.) কোনোরকম আপত্তি ও অস্থিরতা ছাড়াই নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন। তৃতীয়ত পিতার চোখে কাপড় বেঁধে নেয়ার পরামর্শ দেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি নেই।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸

জনাব হারবন সাহেব এ বছর হজ করতে গিয়েছিলেন। হজ শেষে তিনি তার পরিবার ও আত্মীয়দের জন্য খেজুর এবং জমজমের পানি এনেছেন। এই পানি সবাই খুব শ্রদ্ধার সাথে পান করেছে। হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর সাথে এই পানির উৎসের সম্পর্ক রয়েছে। তার বড় ছেলে তাকে ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাকে নির্জন ভূমিতে রেখে আসার কাহিনিটি শোনান। তিনি বলেন, ইসমাঈল (আ.) আলরাহর একজন নবি ছিলেন।

ক. হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর মায়ের নাম কী? ১

খ. আদর্শ জীবন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব হারবনের বর্ণিত কাহিনির প্রেৰিতে হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর প্রার্থনা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত পানির উৎসের ঘটনা বিশেৱষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ইসমাঈল (আ.) –এর মায়ের নাম বিবি হাজিরা (আ.)।

খ যে জীবন অনুসরণ ও অনুকরণ করলে মানুষের জীবন সুন্দর ও সফল হয়, তাকে আদর্শ জীবন বলে। আলরাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্য নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আদর্শ জীবন উপহার দেওয়া।

গ জনাব হারবন ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাকে নির্জন ভূমিতে রেখে আসার কাহিনিটি শোনান। মহান আলরাহ তাআলার আদেশে হযরত ইবরাহিম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) ও মা হযরত হাজিরা (আ.) কে নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। ইবরাহিম (আ.) আলরাহর নিকট প্রার্থনা করেন ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমার প্রতিপালক! এজন্য যে তাঁরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাঁদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাঁদের রিজিকের ব্যবস্থা কর। যাতে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।’ (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭) আলরাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর দোয়া কবুল করেন।

ঘ উদ্দীপকে পানির উৎস জমজম কূপের কথা বলা হয়েছে। মা হাজিরা (আ.) নির্বাসনে থাকাকালীন হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন শিশু। তিনি পানির জন্য খুব কাতরাচ্ছিলেন। অথচ আশপাশে কোনো মানুষ এমনকি পানিও ছিল না। হযরত হাজিরা শিশু ইসমাঈলের (আ.) অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। তখন পানির খোঁজে হযরত হাজিরা (আ.) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। ফিরে এসে দেখেন শিশু ইসমাঈলের পদাঘাতে আলরাহর হুকুমে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই শ্রোতধারাই হলো জমজম কূপের উৎস। হারবন সাহেব তার বড় ছেলেকে এই স্রোতধারা সম্পর্কেই বলেছেন।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸

জহির সাহেব একজন সৎ ব্যক্তি। তিনি একটি অফিসে কর্মরত আছেন। তার চরিত্র ও সৌন্দর্যের জন্য তিনি সবখানে পরিচিতি। সুন্দর চেহারা দেখলে সবাই তার দিকে আকৃষ্ট হয়। তার সহকর্মীর দুর্নীতির কারণে একবার তাকে মিথ্যাভাবে জেল খাটতে হয়। সহকর্মী নিজের অন্যায় ঢাকতে তাকে ফাঁসিয়ে দেয়। পরবর্তীতে তার সহকর্মী ধরা পড়ে। তার সততার জন্য তিনি একসময় মন্ত্রিত্বের পদ লাভ করেন।

ক. হযরত ইয়াকুব (আ.) কাকে বেশি আদর করতেন? ১

খ. হিজরত বলতে কী বোঝ? ২

গ. জহির সাহেবের চরিত্র কোন নবির চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নবির মন্ত্রিত্বলাভের ঘটনাটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ইয়াকুব (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.) কে সবচাইতে বেশি আদর করতেন।

খ ইসলামি পরিভাষায় আলরাহর সন্তুষ্টি লাভ বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমন করাই হিজরত।

গ জহির সাহেবের চরিত্র হযরত ইউসুফ (আ.)–এর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আলরাহর একজন নবি। তিনি খুব অপূর্ব ছিলেন তাঁর চরিত্রও ছিল তাঁর দৈহিক গঠনের মতোই সুন্দর। কোনো প্রকার অন্যায় না করে বরং ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে তিনি কিছুদিন জেল খেটেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর বিরবদ্ধে চলা ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি মুক্তি পান। তাঁর মেধা ও যোগ্যতার কারণে তিনি মিসরের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে জহির সাহেবের চরিত্র হযরত ইউসুফ (আ.)–এর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

ঘ হযরত ইউসুফ (আ.)–এর দেয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যায় খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) তখন মিসরের কারাগারে বন্দী। মিসরের বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন, সাতটি সুস্থ–সবল গাভিকে সাতটি দুর্বল গাভি খেয়ে ফেলেছে। তিনি আরও দেখেন, সাতটি সবুজ শস্যশিষ এবং সাতটি শুষ্ক শিষ। তার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারল না। অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ.)–কে ডাকা হলো। ইউসুফ (আ.) মিসরের বাদশাহর দেখা স্বপ্নটি শুনলেন। তারপর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, দেশে সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে। আর পরবর্তী সাত বছর একটানা ভীষণ দুর্ভিৰ চলবে। এটি একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ইউসুফ (আ.) এই দুর্যোগ সুন্দরভাবে মোকাবিলা করার পদ্ধতিও বাদশাহকে বলে দিলেন। বাদশাহ খুব মুগ্ধ হলেন। তাঁর বিরবদ্ধে আনীত অভিযোগ তুলে নেওয়া হলো এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। স্বপ্নের ব্যাখ্যার করণে ইউসুফ (আ.) মন্ত্রিত্বের পদ পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸

হাবিবার মা হাবিবাকে প্রতি রাতে নবিদের কাহিনি শোনান। আজ তার মা তাকে বলেন যে, মহানবি (স.)–এর ঘর কাফেররা এক রাতে অবরোধ করে। আলরাহর নির্দেশে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে মদিনায় চলে যান। মদিনায় গিয়ে তিনি একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ‘মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)–এর গৃহীত পদৰেপ দূরদর্শিতার পরিচায়ক’।

ক. যাহরা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জমজম কূপ সৃষ্টির ইতিহাস সংৰেপে লেখ? ২

গ. উদ্দীপকে হাবিবার মা মহানবি (স.)–এর মদিনায় চলে যাওয়া বলতে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উদ্দীপকের সূত্রে মহানবি (স.)–এর দূরদর্শিতা বিশেরষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাহরা শব্দের অর্থ অনিন্দ্য সুন্দরী।

খ নির্বাসনে রেখে যাওয়া শিশু ইসমাঈল (আ.) পানির পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠলে তাঁর চিৎকারে মা হাজিরা (আ.) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে ফিরে এসে দেখতে পান শিশু ইসমাঈল (আ.)–এর পদাঘাতে আলরাহর হুকুমে সে স্থানে পানির শ্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। আর এটাই হলো জমজম কূপের উৎস।

গ উদ্দীপকে হাবিবার মা মহানবি (স.)–এর মদিনায় চলে যাওয়া বলতে হিজরতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমন করাই হিজরত। মক্কা নগরিতে ইসলামের কাজ যখন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন হযরত মুহাম্মদ (স.)–কে হত্যা করার জন্য মক্কার কাফিররা সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী তারা এক রাতে মহানবি (স.)– এর ঘর অবরোধ করে। এ সময় আলরাহর পৰ থেকে হিজরতের আদেশ আসে। মহানবি (স.) আলরাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান। মহানবি (স.)–এর এই চলে যাওয়াই হিজরত। উদ্দীপকের হাবিবার মা ও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের সূত্রে স্পষ্ট “মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)–এর গৃহীত পদৰেপ দূরদর্শিতার পরিচায়ক”। হিজরতের পর মহানবি (স.) মদিনায় ইসলামি একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন : আইনের কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব যে একমাত্র আলরাহর তা প্রতিষ্ঠা করা; সুবিচার করা; সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা; সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; মজলিশে শুরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন; ভালো কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি। এসব গৃহিত পদৰেপের ফলে মদিনা একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয় যা মহানবি (স.) এর দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। উদ্দীপকে হাবিবার মা এটাই বলেছেন যে, ‘মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)–এর গৃহীত পদৰেপ দূরদর্শিতার পরিচায়ক’– উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸

সপ্তম শ্রেণির শিৰার্থীদের উদ্দেশ্যে শিৰিকা জোহরা বলেন, মহানবি (স.) ছিলেন মানবতার বন্ধু। তিনি মানুষের মুক্তির কথা বলেন। তিনি ইসলাম প্রচার করেন মানবতার মুক্তির জন্য। তাঁর গোত্রের লোকেরা তার বিরোধিতা করে। তাঁকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। শারীরিকভাবেও তাঁকে আঘাত করা হয়। তিনি আলরাহ তাআলার নির্দেশে হিজরত করেন। তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এ সময় মহানবির (স.) তাঁর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ক. হযরত আলি (রা.) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. হযরত উসমান (রা.) কীভাবে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন? ২

গ. উদ্দীপকের শিৰিকা জোহরা মহানবি (স.)–এর কোথায় হিজরতের কথা বলেছেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.হিজরতের সময় ‘মহানবির (স.) দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।’ উদ্দীপকের কথাটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আলি (রা.) ৬০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খ হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজে তিনি তার সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করেন। তিনি নিজ খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। মদিনায় দুর্ভিৰ দেখা দিলে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার দিনার ও এক হাজার উট দান করেন।

গ উদ্দীপকের শিৰিকা জোহরা মহানবি (স.)–এর মদিনা হিজরতের কথা বলেছেন। মহানবি (স.) ৪০ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তিনি ইসলাম প্রচার শুরব করেন তাঁর জন্মভূমি মক্কায়। মক্কার লোকেরা তাঁর বিরোধিতা শুরব করে। তারা তাঁকে আঘাতও করে। সামান্য সংখ্যক লোক তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রচারিত আদর্শ গ্রহণ করেন। তাঁদের ওপরও চলে অত্যাচার নির্যাতন। এক সময় মহানবিকে (স.) হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হয়। আলরাহর আদেশে মহানবি (স.) তাঁর মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। হিজরত ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরবত্বপূর্ণ ঘটনা। উদ্দীপকের শিৰিকা জোহরা তার শিৰার্থীদের এ বিষয়টিই আলোচনা করেছেন।

ঘ মহানবি (স.)–এর হিজরতের সময় তাঁর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন –উদ্দীপকের কথাটি যথার্থ। কারণ মহানবি (স.) তাঁর জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। মহানবি (স.)–এর দেশপ্রেম তখন প্রকাশিত হয়। তিনি যখন মক্কায় তথা তাঁর জন্মস্থানে ইসলাম প্রচার করা শুরব করেন তখন মক্কার লোকজন তার বিরোধিতা করে এমনকি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তখন আলরাহর নির্দেশে তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মদিনায় যাওয়ার সময় তিনি মক্কার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ‘আলরাহর কসম! তুমি আলরাহর সর্বোত্তম ভূখন্ড এবং আলরাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেৰা প্রিয়ভূমি। আমাকে এখান থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া না হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।’ (তিরমিযি)। তাই বলা যায় মহানবি (স.) এর দেশপ্রেম সম্পর্কে জোহরার বক্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸

এক ইসলামি সেমিনারে ড. কুদরত আলি খুলাফায়ে রাশেদুনদের মধ্যে এমন একজন সম্পর্কে আলোচনা করেন যিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামের সেবায় নিজের ধন–সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন। খিলাফত লাভের পর তিনি পবিত্র কুরআন সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এজন্য তাকে ‘জামেউল কুরআন’ বলা হয়।

ক. হযরত ইউসুফ (আ.)–এর সহোদরের নাম কী? ১

খ. হযরত আলি (রা.) –এর জীবনযাপন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উক্ত খলিফার খিলাফত গ্রহণের পরবর্তী কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ইউসুফ (আ.) –এর সহোদরের নাম বিন ইয়ামিন।

খ হযরত আলি (রা.) ছিলেন সহজ–সরল ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। ছোটকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। নিজের খাদ্য নিজেই জোগাড় করতেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। জীর্ণ কুঠিতে বসবাস করতেন।

গ উদ্দীপকের ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা–এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা.)–এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজে তিনি তার সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম সম্রাজ্য বিস্তৃত হলে কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে থাকায় মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। তিনি এ ব্যাপারে তাৎৰণিকভাবে যথাযথ পদৰেপ গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে ড. কুদরত আলি ইসলামি সেমিনারে একজন মহামানব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যার ইঙ্গিত করেছেন তিনি হযরত উসমান (রা.)। সুতরাং উপরিক্ত আলোচনায় এটাই আলোচিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে খিলাফত গ্রহণ পরবর্তী সময়ে পবিত্র কুরআন সংকলনে হযরত উসমান (রা.) এর অসামান্য অবদানের কথা বলা হয়েছে। হযরত উসমান (রা.)–এর খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে বিভিন্ন এলাকার লোকজন পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। এ সময় খলিফা হযরত উসমান (রা.) দ্রবত পদৰেপ দেয়। তিনি রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করেন। তখনকার সময়ে বিদ্যমান পবিত্র কুরআনের নকল কপি সংগ্রহ করেন। হযরত হাফসা (রা.)–এর নিকট সংরৰিত পবিত্র কুরআনের মূল কপিটি সংগ্রহ করার মাধ্যমে কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর মুসলিম জাহানের গভর্নরদের নিকট একটি করে কপি পাঠান। অবশিষ্ট সংগৃহিত কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেন। এভাবে পবিত্র কুরআনকে মূল ভাষা অনুযায়ী সংরৰণ করার ফলে তাঁকে 'জামেউল কুরআন' বা কুরআন সংকলক বলা হয়।

প্রশ্ন– ৮

টগবগে যুবক জামিল খুব নির্ভিক ও সাহসী। জ্ঞান অন্বেষণে যে খুবই আগ্রহী সে বিভিন্ন মহামনীষীদের জীবনী পড়ে জ্ঞানার্জন করতে চায়। স্থানীয় ওয়ার্ডের মেম্বার–এর অকাল মৃত্যুতে গ্রামবাসী জ্ঞানী জামিলকে ওয়ার্ড মেম্বার বানায়। জামিল উক্ত দায়িত্ব পাওয়ার পরও অতি সহজসরলভাবে জীবনযাপন করে।

ক. জামেউল কুরআন বলা হয় কাকে? ১
খ. হযরত উসমান (রা.) কে 'যুননুরাইন' বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের জামিলের সহজসরল জীবনযাপন কোন মনীষীর জীবনের প্রতিচ্ছবি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ.জামিলের অনুকরণীয় ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধি মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জামেউল কুরআন বলা হয় হযরত উসমান (রা.) কে।

খ মহানবি (স.)–এর দুই কন্যাকে বিবাহ করায় হযরত উসমান (রা.) কে 'যুননুরাইন' বলা হয়। 'যুননুরাইন' অর্থ দুই নুরের অধিকারী। হযরত উসমান (রা.) মহানবি (স.)–এর কন্যা রৰকাইয়াকে বিয়ে করেন। রৰকাইয়া মারা গেলে হযরত উসমান (রা.)–এর সাথে মহানবি (স.) তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিবাহ দেন।

গ উদ্দীপকের জামিলের সহজসরল জীবনযাপন হযরত আলি (রা.)–এর জীবনের প্রতিচ্ছবি। শিশু বয়স থেকেই হযরত আলি (রা.) অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে আহার জোটাতেন। খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটাতেন। অহংকার বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। জীর্ণ কুটিতে বসবাস করতেন। তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও এসব গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর চরিত্রে অটল ছিলেন। যা জামিলের মধ্যে দেখা যায় যেন একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ জ্ঞানসাধক হযরত আলি (রা.) ছিলেন জ্ঞান পিপাসুদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নানা প্রতিকুলতার মাঝেও জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল মহানবি (স.) বলেছেন– আমি জ্ঞানের শহর, আলি তার দরজা প্রকৃতপৰে দরজা ছাড়া কোনো ঘরের মূল্য নেই। কেননা বসবাসের জন্য দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। মহানবি (স.)–এর জ্ঞানের শহরে প্রবেশ করতে হলে হযরত আলি নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.)–এর নবুয়ত, রিসালাত, হাকিকত, মারেফত ইত্যাদি জানতে হলে হযরত আলি (রা.)–এর শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রশ্ন– ৯

ইশরাত জাহান বই মেলায় গিয়ে বইয়ের বিভিন্ন স্টল ঘুরে বেড়ান। রাইটারদের বিভিন্ন রকমের বই দেখে তার ভালো লাগে। হঠাৎ তার নজরে একজন মহীয়সীর জীবনী পড়ে যায়। বইটি সে কিনে বাড়িতে নিয়ে এসে আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করে। বইটি পড়ে সে জানতে পারে মহিয়সী নারীর অনাড়ম্বর জীবনের কথা। যিনি অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। জগতে যিনি নারীকূলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

ক. হযরত ইসমাঈল (আ.) এর উপাধি কী? ১
খ. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর দানশীলতার বর্ণনা দাও। ২
গ. ইশরাত জাহান কোন মহীয়সীর জীবনী পড়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ.'জগতে যিনি নারীকুলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ' উক্তিটি বিশেরষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর উপাধি হলো ছাদেকুল ওয়াদ বা ওয়াদা পালনকারী।

খ হযরত ফাতিমা (রা.)–এর দানশীলতা ছিল অতুলনীয়। তিনি অধিক দানশীল ছিলেন। কোনো ভিক্ষুক তাঁর দ্বার থেকে খালি হাতে ফিরে যায়নি। দুই–তিন দিন অনাহারে থাকার পরও সামান্য খাবার জুটলে কোনো ভিৰুক চাইলে তা দিয়ে দিতেন। নিজে শুধু পানি খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন।

গ ইশরাত জাহান হযরত ফাতিমা (রা.)–এর জীবনী পড়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) খুব সহজসরল জীবনযাপন করতেন। তিনি অনাহারে–অর্ধাহারে দিন অতিবাহিত করতেন। তিনি নিজ হাতে সংসারের সকল কাজ করতেন। তাঁর কোনো চাকরানি ছিল না। জাঁতা পিষা ও বালতি দিয়ে পানি উঠানোর ফলে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যেত। তিনি সব সময় সাজসজ্জা ও জাঁকজমক পোশাক পরিহার করে চলতেন। এত ত্যাগ স্বীকার করার পরও তিনি কখনো ধৈর্য হারাতেন না। যেমনটি আমরা লৰ্য করি, উদ্দীপকের ইশরাত জাহান জীবনযাপনে হযরত ফাতিমা (রা.)–এর জীবনী পড়েছেন।

ঘ 'জগতে যিনি নারীকুলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ'–প্রশ্নে উলিরখিত উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত ফাতিমা (রা.) অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ও সৎচরিত্রবান ছিলেন। তিনি একাধারে সত্যনিষ্ঠ, ধৈর্যশীল, দানশীল, লজ্জাশীল, পতিভক্ত, দাম্পত্য জীবনে সুখী ও খোদাভীরব ছিলেন। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও সাংসারিক জীবনে তিনি খুবই অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপন করেন। আমাদের সমাজে অনেক মহিলারা তাদের স্বামীদের সাধ্যের বাইরে অনেক কিছুর জন্য চাপ দেন। এতে তাদের সাংসারিক জীবন অসুখী হয়। এৰেত্রে মহিলারা হযরত ফাতিমা (রা.) কে অনুসরণ করতে পারেন। উদ্দীপকে ইশরাত জাহান বইমেলায় ক্রয়কৃত হযরত ফাতিমা (রা.)–এর জীবনীই পড়েন যিনি জগতে নারীকুলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸

মারিয়া অতি লজ্জাশীল ও ধর্মভীরব। ধৈর্যশীলতা ও দানশীলতার সুমহান আদর্শ গড়ে তুলেছে সে। নিজে না খেয়ে অন্যকে দান করা তার স্বভাব। স্বামী–সন্তান নিয়ে অভাবে দিন কাটলেও একদিনের জন্যও তিনি কষ্ট অনুভব করেন নি। বাবার পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করেছেন তিনি। বাবাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন তাই বাবার মৃত্যুতে প্রায় বাকরবদ্ধ হয়ে পড়েন।

ক. আলি (রা.) –এর পিতার নাম কী? ১

খ. পশু কুরবানির ইতিহাস কী? ২

গ. উদ্দীপকের চরিত্রটি কোন মহীয়সী নারীর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উক্ত নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আলি (রা.)–এর পিতার নাম আবু তালিব।

খ আলরাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইবরাহিম (আ.) কে পরীৰা করার জন্য তার ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানি করার নির্দেশ দেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্রকে কুরবানি করার জন্য উদ্ধত হলে আলরাহর পৰ থেকে অলৌকিকভাবে ইসমাঈল (আ.)–এর স্থলে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের সমাজে পশু কুরবানির রেওয়াজ চালু হয়েছে। এটিই কুরবানির ইতিহাস।

গ উদ্দীপকের চরিত্রটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সৎচরিত্রের অধিকারিণী রাসুল (স.) তনয়া মহীয়সী নারী হযরত ফাতিমা (রা.)–এর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। রাসুল (স.)–এর কণিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) যাহারা (পরমা লাবণ্যময়ী) ও বাতুল (পবিত্র সংসারে অনাসক্ত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর হিজরি দ্বিতীয় সনে হযরত আলি (রা.)–এর সাথে হযরত ফাতিমার বিয়ে হয়। হযরত ফাতিমা (রা.) অত্যন্ত সহজসরল জীবনযাপন করেছেন। সাজসজ্জা ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক তিনি পরিহার করে চলতেন। আলি (রা.) পরিশ্রম করে যা উপার্জন করতেন তাই দিয়ে কষ্ট করে সংসার চালাতেন। এগারো হিজরিতে এই মহীয়সী নারী দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর। উদ্দীপকের মারিয়াও লজ্জাশীলা ধর্মভীরব। ধৈর্যশীলতা, দানশীলতা তার বড়গুণ। অভাবে থাকলেও স্বামী ও সন্তানের নিয়ে তার সুখের সংসার। এ যেন হযরত ফাতিমা (রা.) এর প্রতিচ্ছবি।

ঘ রাসুল (স.)–এর কনিষ্ঠ কন্যা মা ফাতিমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেরষণ করলে দেখা যায়– তিনি ধৈর্যশীল, উদার, বুদ্ধিসম্পন্ন তথা সৎ চরিত্রের অধিকারিণী এক মহীয়সী নারী। সংসারে অভাব অনটনে তার দিন কেটেছে কিন্তু কখনো ধৈর্যহারা হননি। তিনি দানের ব্যাপারে ছিলেন উদার। দান করার সময় তিনি যে অভাবী তা বোঝা যেত না। নিজে না খেয়ে অভুক্তদের খেতে দিয়েছেন। পিতার প্রতি তিনি খুব অনুরাগী ছিলেন। তার পিতৃভক্তি এত বেশি ছিল যে পিতার সাথে তারই প্রথম দেখা হবে। তিনি এতই সত্যবাদী ছিলেন যে হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ফাতিমার মতো এত স্পষ্টভাষী এবং সত্যবাদী আমি আর কাউকে দেখিনি। অবশ্য তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র। (আল ইসতিয়াব) হযরত ফাতিমা (রা.) রাসুল (স.)–এর সব গুণাবলিই অর্জন করেছিলেন। এককথায় আমরা বলতে পারি তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠা, লজ্জাশীলা, পরোপকারিণী, ধৈর্যশীলা ও আলরাহর ওপর অধিক আস্থাশীল।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১১ ▸▸

জনাব সারোয়ারের ৭ ছেলের মধ্যে ছোট চেলে তার খুবই প্রিয়। ছোট ছেলেকে নিয়ে তিনি খেলাধূলা করেন। এতে বাকি ছেলেরা মনক্ষুণ্ণ। একদিন ছোট ভাইকে বাবার অনুমতি নিয়ে অন্যান্য ছেলেরা বেড়াতে নিয়ে গেল। সবাই মিলে ছোট ভাইকে ধক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। ছোট ভাই কোনোমতে প্রাণে রৰা পায়। পরবর্তীতে তাদের ৰমা করে দেন।

ক. হযরত আলি (রা.) কে ছিলেন? তিনি কত বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন? ১

খ. হযরত ইসমাঈল (আ.) কে কেন কুরবানি দেওয়া হলো? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন নবির ঘটনার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার আলোকে সততা ও ৰমার মূল্য বিচার কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন আলরাহর নবি।

খ হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। রাসুল (স.) তাকে আসাদুলরাহ উপাধি দেন। রাসুল (রা.) এর চাচাতো ভাই হযরত আলি (রা.) ছিলেন খুব নির্ভীক ও সাহসী। বদর যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য রাসুল (স.) তাকে আসাদুলরাহ উপাধি দেন। হযরত আলি (রা.) মাত্র ১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

X-clusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে*

গ হযরত ইউসুফ (আ.)–এর জীবনী সংৰেপে ব্যাখ্যা কর।

ঘ হযরত ইউসুফ (আ.)–এর সততা ও ৰমার দৃষ্টান্ত বর্তমান মানবজীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলতে পারে মতামত দাও।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸

ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক মুজাহিদুল ইসলাম। আলস্নাহর জমিনে আলস্নাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রকে আলস্নাহর রাস্তায় দান করেছেন। তার পুত্র গাজী হয়ে তার কোলে ফিরে আসে।

ক. মদিনা সনদে কতটি ধারা ছিল? ১

খ. হযরত ইউসুফ (আ.)–এর পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমরা ইসলামের কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাই? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার সাথে কোন কোন নবির সম্পৃক্ততা ছিল? ইসলামে তাঁদের অবদান লেখো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনা সনদে মোট ৪৭টি মতান্তরে ৫০টি ধারা ছিল।

খ হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আলস্নাহর নবি। তাঁর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আ.) আর মাতার নাম রাহিলাবিনতে লাবন। তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.) এর একাদশতম পুত্র। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১৯২৭–১৮১৭ এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেনানের অধিবাসী।

X-clusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ ইবরাহিম (আ.) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)কে কুরবানি করার ঘটনাটি বর্ণনা কর।

ঘ ইসলামের সেবায় ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)–এর অবদান বিশেস্নষণ কর।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ **জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ হযরত ইসমাঈল (আ.) কে ছিলেন?

উত্তর : হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন বিশিষ্ট নবি হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর পুত্র।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বিবি হাজিরা (আ.)–এর কাছে খাদ্য হিসেবে কী ছিল?

উত্তর : খাদ্য হিসেবে বিবি হাজিরা (আ.)–এর কাছে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ হযরত ইবরাহিম (আ.) কোথায় বাস করতেন?

উত্তর : হযরত ইবরাহিম (আ.) সিরিয়ায় বাস করতেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কে কাবাঘর নির্মাণ করেন?

উত্তর : হযরত ইবরাহিম (আ.) কাবাঘর নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ হযরত ইউসুফ (আ.) কে ছিলেন?

উত্তর : কেনানের অধিবাসী বিখ্যাত নবি হযরত ইউসুফ (আ.) ইয়াকুব (আ.)–এর পুত্র ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কোন নবি মন্ত্রী পদে নিয়োগ পান?

উত্তর : হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ পান।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে?

উত্তর : ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ হযরত আলি (রা.) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : হযরত আলি (রা.) দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

■ **অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কীভাবে জমজম কূপ সৃষ্টি হয়?

উত্তর : হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আলস্নাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাতাকে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। অল্প কিছুদিন পর পানি ও খাবার ফুরিয়ে যায়। শিশু ইসমাঈল (আ.) পানির পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠেন। তাঁর চিৎকারে মা হাজিরা (আ.) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাত বার ছোটাছুটি করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে ফিরে এসে দেখতে পান শিশু ইসমাঈল (আ.)–এর পদাঘাতে আলস্নাহর হুকুমে সে স্থানে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে আর এটাই হলো জমজম কূপের উৎস।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় হিজরত করেন কেন?

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করেন, তখন ধীরে ধীরে মক্কায় ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ অবস্থা দেখে কাফিররা ভয় পেয়ে যায় এবং মুহাম্মদ (স.) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মহান আলস্নাহ তায়ালা তাঁকে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা বলে দেন। তখন মহানবি (স.) আলস্নাহর নির্দেশে কাফিরদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ইসলামের জন্য তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ **বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

➲ পাঠ ১ : হযরত ইসমাঈল (আ.)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কার পদাঘাতে জমজম কূপের সৃষ্টি হয়?** (জ্ঞান)

● হযরত ইসমাঈল (আ.) ⓖ হযরত ইবরাহিম (আ.)

ⓖ হযরত নূহ (আ.) ⓖ হযরত শীষ (আ.)

২. **হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর মাতার নাম কী?** (জ্ঞান)
ⓚ হযরত সারা (আ.) ⓚ হযরত আছিয়া (আ.)
● হযরত হাজিরা (আ.) ⓖ হযরত মারিয়াম (আ.)

৩. **কাবাঘর নির্মাণ করেন কে?** (জ্ঞান)
ক হযরত শীশ (আ.) খ হযরত ইসহাক (আ.)
গ হযরত ঈসা (আ.) ● হযরত ইবরাহিম (আ.)

৪. **হযরত ইসমাঈল (আ.) কাতর হয়ে ওঠেন কেন?** (অনুধাবন)
ক অসুস্থতার কারণে খ মায়ের ব্যাথায়
গ পিতার মমতায় ● পানির পিপাসায়

৫. **হযরত ইবরাহিম (আ.) মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন কেন?** (অনুধাবন)
ক হজ করার জন্য খ যুদ্ধ করার জন্য
গ কৃষিকাজ করার জন্য ● পুত্রকে কুরবানি করার জন্য

৬. **হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর জন্মের সময় হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর বয়স কত ছিল?** (জ্ঞান)
ক ৮৩ খ ৮৪ গ ৮৫ ● ৮৬

৭. **ওয়াদা পালনকারী কার উপাধি?** (জ্ঞান)
ক ইয়াকুব (আ.) খ ইসহাক (আ.) ● ইসমাঈল (আ.)

৮. **যখন হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর পুত্র ইসমাঈল (আ.)–কে কুরবানি করতে আদিষ্ট হন তখন ইসমাঈল (আ.)–এর বয়স কত ছিল?** (প্রয়োগ)
ক ১১ খ ১২ ● ১৩ ঘ ১৪

৯. **যখন শিশুপুত্রসহ হাজিরাকে নির্বাসন দেয়া হয় কোথায়?** (জ্ঞান)
● মক্কায় খ ইরাকে গ ফিলিস্তিনে ঘ মিশরে

১০. **ইবরাহিম (আ.)কে কাবাঘর নির্মাণে সহযোগিতা করেন কে?** (জ্ঞান)
ক হযরত ইসহাক (আ.) খ ফেরেশতাগণ
● হযরত ইসমাঈল (আ.) ঘ জিন জাতি

১১. **পশু কুরবানির রীতি প্রচলিত হয় কেন?** (অনুধাবন)
● ইবরাহিম (আ.)–এর স্মৃতি রৰার্থে খ ইয়াকুব (আ.)–এর প্রার্থনার কারণে
গ আবদুল মুত্তালিবের স্মৃতি রৰার্থে ঘ রাসুল (স.)–এর সুন্নাত হিসেবে

১২. **'ছাদেকুল ওয়াদ' বলতে কী বোঝায়?** (অনুধাবন)
ক ওয়াদা ভঙ্গকারী ● অঙ্গীকার পালনকারী
গ সত্যবাদি ঘ বিশ্বস্ত

১৩. **আব্বাস প্রতি বছর ঈদুল আযহায় পশু কুরবানি করেন। এতে তার চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠে?** (উচ্চতর দৰতা)
ক সততা খ সহমর্মিতা ● ত্যাগ ঘ ধৈর্য

১৪. **হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর কুরবানির স্মৃতি কী?** (জ্ঞান)
ক হাতিমে কাবা খ আরাফাত ● আজকের কুরবানি

১৫. **হযরত ইসমাঈল (আ.) তিন দিন পর্যন্ত একটি লোকের জন্য অপেক্ষা করেছেন। এর প্রকৃত কারণ কী?** (উচ্চতর দৰতা)
ক তার জনপ্রিয়তা অর্জন করার আশা ছিল
খ তিনি লোকটির নিকট টাকা পেতেন
গ লোকটির হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল
● তিনি লোকটির সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন

১৬. **জামিলের পিতা মসজিদের দেয়াল নির্মাণ করছেন। সে তার পিতাকে সাহায্য করছে। জামিলের কাজটি কার কাজের প্রতিচ্ছবি?** (প্রয়োগ)
ক হযরত ইবরাহিম (আ.) খ হযরত মুসা (আ.)
● হযরত ইসমাঈল (আ.) ঘ হযরত দাউদ (আ.)

১৭. **হযরত ইবরাহিম (আ.) তেরো বছর বয়সী পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানি করতে উদ্যত হলেন। পরিণতিতে কী কুরবানি হলো?** (উচ্চতর দৰতা)
● দুম্বা খ গরব গ উট ঘ বকরি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮. **হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন—** (অনুধাবন)
i. বিবি আছিয়ার পুত্র ii. আলাহর একজন বিশিষ্ট নবি
iii. হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর পুত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ● ii ও iii

১৯. **আমাদের কুরবানি করতে হয় —** [খুলনা জিলা স্কুল]
i. কুরবানি করা আলাহর হুকুম
ii. হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর স্মৃতি রৰার্থে
iii. সামাজিকতা রৰার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ ii ও iii ঘ ইউসুফ (আ.)

২০. **আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আ.) কে উপাধি দিয়েছিলেন—** (প্রয়োগ)
i. আলাহর তরবারি ii. ওয়াদা পালনকারী iii. সর্বশ্রেষ্ঠ নবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

২১. **হযরত ইসমাঈল (আ.)–** (অনুধাবন)
i. কুরাইশদের আদি পিতা ii. আদনান বংশের আদি পিতা
iii. জুরহাম গোত্রের আদি পিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আব্দুল করিম তার একমাত্র সন্তান আজিমকে যথাসময়ে সালাত আদায়ের জন্য তাগিদ করেন। এতে আজিম উদাসীনতা দেখালে তিনি ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)–এর আত্মসমর্পণের কাহিনি বলেন।

২২. **আব্দুল করিমের বলা কাহিনিতে মূলত কোনটি ফুটে উঠেছে?** (প্রয়োগ)
ক ধৈর্য খ সততা ● ত্যাগ ঘ সহিষ্ণুতা

২৩. **উক্ত কাহিনি শোনার ফলে আজিম শিক্ষা লাভ করবে—** (উচ্চতর দৰতা)
i. পিতার আনুগত্য ii. আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ঘ কাবাঘর
iii. বৈষয়িক জ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ২ : হযরত ইউসুফ (আ.)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪. **বণিক দল কূপের পাশ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল?** (জ্ঞান)
ক সিরিয়ায় ● মিসরে গ ইরাকে ঘ মদিনায়

২৫. **হযরত ইউসুফ (আ.)–এর মাতার নাম কী** (জ্ঞান)

ⓚ বিবি হাজিরা (আ.) ⓚ হযরত মারিয়াম (আ.)
● রাহিলা বিনতে লাবন ⓖ উম্মে সালমা

২৬. **ইয়াকুব (আ.)–এর কততম পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)?** (জ্ঞান)
● একাদশ ⓚ দ্বাদশ ⓖ ত্রয়োদশ ⓖ চতুর্দশ

২৭. **ইউসুফ (আ.) কে বিক্রির জন্য বণিকেরা কোথায় নিয়ে যায়?** (জ্ঞান)
● মিসরে ⓚ ফিলিস্তিনে ⓖ ইরাকে ⓖ মক্কায়

২৮. **কে হযরত ইউসুফ (আ.) কে ক্রয় করেন?** (জ্ঞান)
ⓚ মিসরের বাদশাহ ⓚ ব্যবসায়ী ব্যক্তি
● মিসরের শাসক ⓖ মিসরের প্রধানমন্ত্রী

২৯. **ইউসুফ (আ.) কে বাদশাহ কোন পদে নিয়োগ দেন?** (জ্ঞান)
ⓚ প্রধানমন্ত্রী ● অর্থমন্ত্রী ⓖ অর্থসচিব ⓖ বাণিজ্যমন্ত্রী

৩০. **হযরত ইউসুফ (আ.)– কে তাঁর ভাইয়েরা কোথায় ফেলে দেন?** (জ্ঞান)
ⓚ জঙ্গালে ⓚ ময়দানে ● কূপে ⓖ নদীতে

৩১. **অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন কোন নবি?** (জ্ঞান)
ⓚ হযরত দাউদ (আ.) ⓚ হযরত দানিয়াল (আ.)
ⓖ হযরত ইবরাহিম (আ.) ● হযরত ইউসুফ (আ.)

৩২. **হযরত ইউসুফ (আ.) কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?** (জ্ঞান)
ⓚ মিসর ⓚ ইরাক ⓖ ইরান ● কেনান

৩৩. **কোন কাহিনিকে পবিত্র কুরআনে 'আহসানুল কাসাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?**(জ্ঞান)
ⓚ হযরত নূহ (আ.)–এর ● হযরত ইউসুফ (আ.)–এর
ⓖ হযরত মুসা (আ.)–এর ⓖ হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর

৩৪. **হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন?** (জ্ঞান)
ⓚ স্বরাষ্ট্র ⓚ শিৰা ● অর্থ ⓖ পররাষ্ট্র

৩৫. **বাদশা আজিজ হযরত ইউসুফ (আ.) কে ছেলের মতো ভালোবাসতেন কেন?** (অনুধাবন)
● তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ⓚ তার দৰতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে
ⓖ তিনি আলৱাহর নবি ছিলেন বলে ⓖ তার অঢেল সম্পদ ছিল বলে

৩৬. **ইউসুফ (আ.) এর বিরুদ্ধে বাদশাহ সব অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন কেন?**(অনুধাবন)
ⓚ বাদশাহকে তোষামোদ করায় ⓚ বাদশাহর প্রশংসা করায়
● বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করায় ⓖ নিজের জ্ঞান ও দৰতা প্রকাশ করায়

৩৭. **'আহসানুল কাসাম' শব্দের অর্থ কী?** (অনুধাবন)
ⓚ মনমুগ্ধকর ঘটনা ● সর্বোত্তম কাহিনি
ⓖ আকর্ষণীয় কিসমা ⓖ হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮. **ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আ.)–এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। কারণ–** (উচ্চতর দৰতা)
i. ইউসুফ (আ.) অধিক সুন্দর ছিলেন
ii. পিতা ইউসুফ (আ.) কে বেশি ভালোবাসতেন
iii. পিতা ইউসুফ (আ.) কে সব সম্পদ দিয়েছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● ii ⓖ i, ii ও iii

৩৯. **'আহসানুল কাসাস' হলো পবিত্র কুরআনের—** (অনুধাবন)
i. হযরত ইউসুফ (আ.)–এর কাহিনি ii. আসহাবে কাহাফের ঘটনা
iii. সর্বোত্তম কাহিনি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪০. **যারা ইউসুফ (আ.) কে মারার জন্য কূপের মধ্যে ফেলে দেয় তারাই এক সময় তার কাছে সরকারি সাহায্য আনতে যায়। তারা ছিলেন–** (প্রয়োগ)
i. শত্রব ii. ইয়াহুদি iii. ভাই
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪১. **আল্লাহর নবি হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন—** (অনুধাবন)
i. ইয়াকুব (আ.) এর পুত্র ii. মিসরের মন্ত্রী iii. বিন ইয়ামিনের পুত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪২. **হযরত ইউসুফ (আ.)–এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়–** (উচ্চতর দৰতা)
i. বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে ii. ধৈর্যশীলতার মাধ্যমে
iii. ৰমাশীলতার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফারবক সাহেবের ভাইয়েরা তাকে নানাভাবে কষ্ট দেয় এবং তাঁর জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তিনি তা বুঝতে পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে শহরে এসে নিজের যোগ্যতা বলে বিত্তবৈভবের মালিক হন। পরে ভাইদের ৰমা এবং সাহায্য করেন।

৪৩. **ফারুক সাহেবের ঘটনা কার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?** (প্রয়োগ)
● ইউসুফ (আ.) ⓚ ইবরাহিম (আ.)

৪৪. **ফারুক সাহেবের অনুসৃত ব্যক্তি–** (উচ্চতর দৰতা)
i. আলরাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করেছেন ii. তার ভাইদের ৰমা করেছেন
iii. আলৱাহর প্রিয় নবি ছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ ৩ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৫. **হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানদের জন্য সহজ হয়–**(উচ্চতর দৰতা)
● মক্কা বিজয় ⓚ খায়বার বিজয় ⓖ তাবুক বিজয় ⓖ মদিনা সনদ

৪৬. **হিজরত শব্দের অর্থ কী?** (জ্ঞান)
ⓚ বৃদ্ধি পাওয়া ⓚ অনুগত থাকা ● ত্যাগ করা ⓖ ভালোবাসা

৪৭. **হিজরতকালে মহানবি (স.) কোথায় লুকিয়ে থাকেন?** (জ্ঞান)
ⓚ হেরা গুহায় ● সাওর পর্বতের গুহায় ⓖ আসহাবে কাহাফে

৪৮. **মহানবি (স.) মদিনায় পৌঁছেন কোন তারিখে?** (অনুধাবন)
ⓚ ২৪ নভেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ⓚ ২৫ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে
● ২৪ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ⓖ ২৬ নভেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে

৪৯. **পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান কী?** (জ্ঞান)
হুদায়বিয়ার সন্ধি ● মদিনা সনদ ⓖ বিদায় হজ

৫০. **কারা মহানবি (স.)–এর ঘর অবরোধ করেছিল?** (জ্ঞান)
ⓚ মুনাফিকরা ⓚ ইহুদিরা ● কাফিররা ⓖ মুশরিকরা

৫১. **মদিনা সনদে মোট কয়টি ধারা ছিল?** (জ্ঞান)

ক ৪৫ খ ৪৬ ● ৪৭ ঘ ৪৮

৫২. মক্কা থেকে হুদায়বিয়া নামক স্থানের দূরত্ব কত মাইল? (জ্ঞান)
ক ৭ ● ৯ গ ১১ ঘ ১৩

৫৩. হিজরতের সময় মহানবি (স.)–এর সাথি ছিলেন– (অনুধাবন)
ক আলি (রা.) খ উসমান (রা.) গ উমর (রা.) ● আবুবকর (রা.)

৫৪. হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন–[মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক হযরত আবু বকর (রা.) খ হযরত উসমান (রা.)
গ হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা.) ● হযরত আলি (রা.)

৫৫. হুদায়বিয়ার সন্ধি হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ৬২২ খ ৬২৪ গ ৬২৬ ● ৬২৮

৫৬. কার নির্দেশে মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করেন? (জ্ঞান)
ক মক্কাবাসীদের খ জিবরাইল (আ.) এর ● আলাহর ঘ মদিনাবাসীর

৫৭. নবুয়ত প্রাপ্তির পর রাসুল (স.) কোথায় ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন?(অনুধাবন)
ক মদিনায় ● মক্কায় গ তায়েফে ঘ ইরাকে

৫৮. ইরানের একটি ইসলামি দল দীর্ঘদিন প্রচেস্টার পর সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করে এবং পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। রাসুল (স.)–এর কোন কাজের সাথে এর মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক হুদায়বিয়ার সন্ধিস্থাপন খ হিলফুল ফুযুল গঠন
● মদিনা সনদ প্রণয়ন ঘ হিজরত

৫৯. হিজরতের রাতে রাসুল (স.) কার নিকট মানুষের আমানত বুঝিয়ে দিয়েছিলেন?
ক হযরত আবু বকর (রা.) খ হযরত উমর (রা.)
গ হযরত উসমান (রা.) ● হযরত আলি (রা.)

৬০. মদিনায় পৌঁছে হযরত মুহাম্মদ (স.) সকল জাতিকে এক করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল? (উচ্চতর দৰতা)
ক গোত্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করা খ যুদ্ধ প্রতিহত করা
গ বন্ধুত্ব স্থাপন করা ● ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬১. রাসূল (স.) ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। তার এ কাজের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হয় ii. অর্থনৈতিক মুক্তি আসে
iii. নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করার কারণ– (প্রয়োগ)
i. কাফিররা মহানবি (স.) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল
ii. আলরাহ তাআলা নির্দেশ করেছিলেন
iii. মক্কায় ইসলামের অনুকূল পরিবেশ ছিল বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

৬৩. অনুচ্ছেদে মহানবি (স.) রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন তার নাম কী? (প্রয়োগ)
● মদিনা সনদ খ বিদায় হজ হুদায়বিয়ার সন্ধি যুদ্ধের নীতিমালা

৬৪. উক্ত নীতিমালা প্রণয়নের ফলে— (উচ্চতর দৰতা)
i. হিংসা–বিদ্বেষ দূর হয় ii. কলহের অবসান ঘটে
iii. গোত্রীয় কলহ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ৪ : হযরত উসমান (রা.)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৫. হযরত উসমান (রা.)–এর পিতার নাম কী? [ফরিদপুর জিলা স্কুল]
ক হানিফ ● আফফান গ হানতাম ঘ হামযা

৬৬. ওরওয়াহ কে ছিলেন? (অনুধাবন)
● হযরত উসমান (রা.)– এর মাতা খ হযরত আবু বকর (রা.)–এর ফুফু
গ হযরত উসমান (রা.) এর খালা ঘ হযরত আলি (রা.) এর ফুফু

৬৭. জান্নাতে কে রাসুল (স.)–এর বন্ধু হবেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আলি (রা.) ● হযরত উসমান (রা.)
গ হযরত উমর (রা.) ঘ হযরত আবু বকর (রা.)

৬৮. জামেউল কুরআন অর্থ কী? (জ্ঞান)(জ্ঞান)
● কুরআন সংকলক খ কুরআন সেলাইকারী
গ কুরআনের হরকত দানকারী ঘ কুরআন বিক্রয়কারী

৬৯. যুননুরাইন অর্থ কী? (জ্ঞান)
দুই চোখ বিশিষ্ট দুই হাতওয়ালা নুরের অধিকারী ● দুই নুরের অধিকারী

৭০. গণি অর্থ কী? [মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
● ধনী খ গরিব গ কৃষক ঘ খলিফা

৭১. কত খ্রিষ্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৫৬৩ ● ৫৭৩ গ ৫৮৩ ঘ ৫৯৩

৭২. হযরত উসমান (রা.) কাকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন? (জ্ঞান)
● স্ত্রীকে খ সাথীকে গ সাহাবীকে ঘ ভাইকে

৭৩. উসমান (রা.)–এর শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়ার কারণ কী?
ক সম্পত্তির ভাগাভাগি ● কুরআন তিলাওয়াতের ভিন্নতা
গ কুরআন পুড়িয়ে ফেলা ঘ সেনাপতি নিযুক্তির ঝামেলা

৭৪. কোন যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.) এক হাজার উট দান করেন? (জ্ঞান)
ক বদর খ উহুদ গ খন্দক ● তাবুক

৭৫. কত খ্রিষ্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন? (জ্ঞান)
ক ৫৪৪ ● ৬৪৪ গ ৭৪৪ ঘ ৮৪৪

৭৬. হযরত উসমান (রা.) কত বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন? (জ্ঞান)
ক ১০ খ ১১ ● ১২ ঘ ১৩

৭৭. হযরত উসমান (রা.) কত বছর বয়সে শাহাদতবরণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৮১ খ ৮২ ● ৮৩ ঘ ৮৪

৭৮. হযরত উসমান (রা.) কত খ্রিষ্টাব্দে শাহাদতবরণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৬৫৩ ● ৬৫৬ গ ৬৭৩ ঘ ৬৮৬

৭৯. হযরত উসমান (রা.) কে গণি বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক তিনি ইসলামের সেবক ছিলেন বলে

● তিনি প্রচুর অর্থ–সম্পদের মালিক ছিলেন বলে

Ⓖ তিনি ইসলামের পথে দান করতেন বলে

Ⓖ তিনি রাসুলের (স.) দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন বলে

৮০. **হযরত উসমান (রা.)–এর চাচা হাকাম তাঁকে নির্যাতন করার কারণ কী?** (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ চাচার খোঁজখবর না নেওয়ায় ⓚ রাসুলের (স.) মেয়েকে বিয়ে করায়

● ইসলাম গ্রহণ করায় ⓖ চাচার সম্পদ দখল করায়

৮১. **হযরত উসমান (রা.) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন?** (জ্ঞান)

ⓚ প্রথম ⓚ দ্বিতীয় ● তৃতীয় ⓖ চতুর্থ

৮২. **হযরত উসমান (রা.) কে 'জামেউল কুরআন' বলা হয় কেন?** [যশোর জিলা স্কুল]

ⓚ তিনি শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তাই

● তিনি কুরআন সংকলন করেন তাই

ⓖ তিনি কুরআন সংৰৰণ করেন তাই ⓖ তিনি কুরআন মুখস্থ করেন তাই

৮৩. **সফিক সাহেব প্রচুর সম্পদের মালিক। তিনি ইসলামের পথে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেন। কোন খলিফার চরিত্রের সাথে তার মিল রয়েছে?** (প্রয়োগ)

ⓚ হযরত আবু বকর (রা.) ⓚ হযরত উমর (রা.)

● হযরত উসমান (রা.) ⓖ হযরত আলি (রা.)

৮৪. **আজমত সাহেব একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। হযরত উসমান (রা.)–এর আদর্শ অনুযায়ী তার কী করা উচিত?** (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ জিহাদে অংশগ্রহণ করা ⓚ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা

ⓖ পিতামাতার খেদমত করা ● আলরাহ্‌র পথে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৫. **হযরত উসমান (রা.) কুরআনের কপি সংগ্রহ করার কারণ–**(উচ্চতর দৰতা)

i. মুসলমানদের অনৈক্য দূর করা ii. কাফিরদের সাথে সংঘর্ষ এড়ানো

iii. কুরআন সঠিকভাবে তিলাওয়াত

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮৬. **হযরত উসমান (রা.) কে বলা হয়—** (অনুধাবন)

i. আসাদুলরাহ ii. গণি

iii. জামেউল কুরআন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব সরোয়ার একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি সর্বদা গরিবদের সাহায্য করেন। তিনি আইলায় ৰতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে খাদ্য, বস্তুসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছিলেন।

৮৭. **জনাব সরোয়ারের কর্মকাণ্ডে কোন খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?**

ⓚ হযরত আবু বকর (রা.) ⓚ হযরত উমর (রা.)

● হযরত উসমান (রা.) ⓖ হযরত আলি (রা.)

৮৮. **এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে –**

i. জনাব সরোয়ার আলরাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করেন

ii. সমাজের ৰতিগ্রস্তদের উপকার হবে

iii. এলাকায় তার যশ ছড়িয়ে পড়বে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

➲ পাঠ ৫ : হযরত আলি (রা.)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৯. **আবু তালিব কার পিতার নাম?** (জ্ঞান)

● হযরত আলি (রা.) –এর ⓚ হযরত হামযা –এর

ⓖ হযরত আবু কুহাফা–এর ⓖ হযরত আব্বাস–এর

৯০. **ফাতিমা বিনতে আসাদ কে ছিলেন?** (অনুধাবন)

ⓚ কুলসুম– এর মাতা ● হযরত আলি (রা.) এর মাতা

ⓖ উম্মে সালমা –এর মাতা ⓖ উম্মে আয়মান –এর মাতা

৯১. **হযরত ফাতিমা (রা.)–এর স্বামী কে?** (জ্ঞান)

ⓚ বেলাল ⓚ আবুল আস ● আলি (রা.) ⓖ আব্বাস

৯২. **বালকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান কে ছিলেন?** (জ্ঞান)

ⓚ হযরত আবু বকর (রা.) ⓚ হযরত যুবাইর (রা.)

ⓖ হযরত খাদিজা (রা.) ● হযরত আলি (রা.)

৯৩. **হযরত আলি (রা.)–রচিত কাব্যের নাম কী?** (জ্ঞান)

● দেওয়ানে আলি ⓚ ফারবকে আযম ⓖ ফাতহে মক্কা ⓖ মালুমাত

৯৪. **আসাদুল্লাহ কার উপাধি কী ছিল?** (জ্ঞান)

ⓚ সাইফুলরাহ –এর ⓚ সিদ্দিক –এর

● হযরত আলি (রা.)–এ ⓖ ইসমাঈল –এর

৯৫. **মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা কার হাতে ছিল?** (জ্ঞান)

● হযরত আলি (রা.) ⓚ হযরত মুয়াজ (রা.)

ⓖ হযরত যায়েদ (রা.) ⓖ হযরত হাসান (রা.)

৯৬. **কত খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলি (রা.) জন্মগ্রহণ করেন?** (জ্ঞান)

ⓚ ৫৫৬ ⓚ ৫৭৩ ● ৬০০ ⓖ ৬৫৬

৯৭. **হযরত আলি (রা.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?** (জ্ঞান)

ⓚ মদিনায় ⓚ জেদ্দায় ● মক্কায় ⓖ সিরিয়ায়

৯৮. **হযরত আলি (রা.) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন?** (জ্ঞান)

ⓚ ৭ ● ১০ ⓖ ১৩ ⓖ ১৫

৯৯. **কত বছর হযরত আলি (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন?** (জ্ঞান)

ⓚ ৫ ● ৬ ⓖ ৭ ⓖ ৮

১০০. **কত খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলি (রা.) শাহাদতবরণ করেন?** (জ্ঞান)

ⓚ ৬৫৬ ⓚ ৬৫৯ ● ৬৬১ ⓖ ৬৬৩

১০১. **হযরত মুহাম্মদ (স.) জ্ঞানের শহর আর আলি তাঁর দরজা– কথাটির তাৎপর্য কী?**

জ্ঞান চর্চায় আলি (রা.)–এর সাধারণ দৰতা ● গভীর জ্ঞানের অধিকারী

ⓖ কিতাব সংকলনে দৰতা ⓖ জ্ঞান বিতরণের কৌশল

১০২. **হিজরতের সময় রাসুল (স.) হযরত আলি (রা.)–কে বিছানায় আমানতদার হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন এর প্রকৃত কারণ কী?** [যশোর জিলা স্কু (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ হযরত আলি (রা.)–এর সততার জন্য

ⓚ হযরত আলি (রা.)–এর ত্যাগের জন্য

● আমানতসমূহ মালিকদের নিকট পৌছানোর জন্য

ⓖ হযরত আলি (রা.)–এর বিশ্বস্ততার জন্য

১০৩. **জীবনের ঝুঁকি রয়েছে জানা সত্ত্বেও হযরত আলি (রা.) রাসুল (স.)–এর আদেশ পালন করেছিলেন। কারণ কী?** (প্রয়োগ)

ⓚ রাসুল (স.)–কে অত্যন্ত ভয় করতেন

ⓚ রাসুল (স.) তাঁর আত্মীয় ছিলেন

● দায়িত্ব পালন তাঁর কাছে বড় ব্যাপার ছিল

ঘ) সাহাবিদের অনুরোধ ছিল

১০৪. একজন বিশিষ্ঠ সাহাবি যুলফিকার তরবারি উপহার পেয়েছিলেন। তিনি কে? (অনুধাবন)

ক) হযরত যায়েক (রা.) ● হযরত আলি (রা.)

গ) হযরত উমর (রা.) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)

১০৫. কামুস দুর্গ জয় করার জন্য হযরত আলি (রা.) উপাধি পেয়েছিলেন– (অনুধাবন)

ক) সাইফুলরাহ খ) আমানুলরাহ ● 'আসাদুলরাহ' ঘ) আওলিয়ালরাহ

১০৬. হায়দার সাহেব গরিব হলেও অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী। তিনি অর্থ দিয়ে না পারলেও দৈহিক শক্তি দিয়ে ইসলামের সেবা করেন। কোন খলিফার কর্মকান্ডের সাথে তার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)

গ) হযরত উসমান (রা.) ● হযরত আলি (রা.)

১০৭. 'আমি জ্ঞানের শহর, আর আলি (রা.) তার দরজা'– মহানবি (স.)–এর বাণীর প্রকৃত রহস্য কী? (উচ্চতর দৰতা)

ক) হযরত আলি (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত

খ) হযরত আলি (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী

গ) হযরত আলি (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান

● হযরত আলি (রা.) ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৮. যেসব বিষয় হযরত আলি (রা.) জ্ঞান চর্চা করতেন – (প্রয়োগ)

i. নিজ মেধা দিয়ে ii. যুদ্ধ করে iii. নিজ যোগ্যতাবলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ঘ) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কাউয়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বেলাল সাহেব সহজ–সরল জীবনযাপন করেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করেন। ধনী–দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলেন।

১০৯. বেলাল সাহেবের জীবনযাপন কোন মনীষীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)

গ) হযরত উসমান (রা.) ● হযরত আলি (রা.)

১১০. উক্ত খলিফার এরূপ আদর্শ অনুকরণের ফলে বেলাল সাহেব– (উচ্চতর দৰতা)

i. ধন–সম্পদ লাভ করবেন ii. আলরাহর সন্তুষ্টি লাভ করবেন

iii. জনগণের বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

➲ পাঠ ৬ : হযরত ফাতিমা (রা.)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১১. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর পিতার নাম কী? (জ্ঞান)

● হযরত মুহাম্মদ (স.) খ) হযরত আবু বকর (রা.)

গ) হযরত ইবরাহিম (আ.) ঘ) হযরত উমর (রা.)

১১২. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর মাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)

ক) হযরত আয়িশা (রা.) ● হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)

গ) হযরত উম্মে আয়মান (রা.) ঘ) হযরত সুফিয়া (রা.)

১১৩. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর স্বামী কে ছিলেন? (জ্ঞান)

ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)

● হযরত আলি (রা.) ঘ) হযরত উসমান (রা.)

১১৪. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর বিবাহের মোহর কত ছিল? (জ্ঞান)

ক) ৩৫০–৪০০ দিরহাম খ) ৪১০–৫০০ দিরহাম

গ) ৪৪০–৪৮০ দিরহাম ● ৪৮০–৫০০ দিরহাম

১১৫. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর উপাধি কী ছিল? (জ্ঞান)

ক) সিদ্দিকা খ) মুর্শেদা গ) আতিকা ● যাহরা

১১৬. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর সঙ্গে আলি (রা.)–এর বিয়ে সম্পন্ন হয় কত হিজরি সনে? (জ্ঞান)

● প্রথম খ) দ্বিতীয় গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

১১৭. বেহেশতে নারীকুলের সর্দার কে হবেন? (জ্ঞান)

ক) হযরত আয়িশা (রা.) খ) হযরত খাদিজা (রা.)

● হযরত ফাতিমা (রা.) ঘ) হযরত মারিয়াম (আ.)

১১৮. কত হিজরিতে হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তিকাল করেন? (জ্ঞান)

● ১১ খ) ১২ গ) ১৩ ঘ) ১৪

১১৯. "ফাতিমা (রা.) হলেন জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী" এ কথা কে বলেছেন? (জ্ঞান))

ক) হযরত খাদিজা (রা.) খ) হযরত আবু বকর (রা.)

● হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘ) আলাহ্ তাআলা

১২০. হযরত ফাতিমা (রা.) 'যাহরা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন কেন? (অনুধাবন)

ক) অত্যন্ত দানশীল ছিলেন বলে ● অনিন্দ্য সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী ছিলেন বলে

গ) সংসারে অনাসক্ত ছিলেন বলে ঘ) স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন বলে

১২১. মাহযাবীন সংসারের সকল কাজ নিজ হাতে করেন। তিনি সবসময় সাজসজ্জা ও জাঁকজমক পোশাক পরিহার করে চলেন। মাহযাবীনের চরিত্রে কোন মহীয়সী নারীর চারিত্রিক গুণাবলি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

ক) হযরত খাদিজা (রা.) খ) হযরত আয়িশা

● হযরত ফাতিমা (রা.) ঘ) হযরত মারিয়াম (আ.)

১২২. জোহরা বেগম দানের ব্যাপারে খুবই উদার। তিনি কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে ফেরত দেন না। তিনি হযরত ফাতিমা (রা.) কে অনুসরণ করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

● আলরাহর সন্তুষ্টি খ) প্রচুর ধন–সম্পদ

গ) পারিবারিক শান্তি ঘ) মহানবি (স.)–এর শাফাআত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৩. হযরত ফাতিমা (রা.) জীবনযাপন করতেন– (অনুধাবন)

i. অনাহারে–অর্ধাহারে ii. জাঁকজমকপূর্ণভাবে iii. সহজ–সরলভাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২৪. হযরত ফাতিমা (রা.)–এর উপাধি – (অনুধাবন)

i. তাহিরা ii. বাতুল iii. যাহরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii গ) i ও iii ● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২৫. যেসব গুণে হযরত ফাতিমা (রা.) গুণান্বিত ছিলেন– (অনুধাবন)

i. সত্যনিষ্ঠ ii. লজ্জাশীলা iii. পরোপকারিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৬ ও ১২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাবেয়া বেগম খুব সহজসরল জীবনযাপন করেন। তিনি কখনো অনাহারে–অর্ধাহারে দিন অতিবাহিত করেন। কোনো ভিৰুক তাঁর নিকট থেকে খালি হাতে ফেরত যায় না। তিনি নিজ হাতে সংসারের সব কাজ করেন। তিনি সবসময় সাজসজ্জা পরিহার করে চলেন। আলৱাহ তাআলার ওপর তিনি অধিক আস্থাশীল।

১২৬. রাবেয়া বেগমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন মহিয়সী নারীর চারিত্রিক গুণাবলির সাথে মিলে যায়? (প্রয়োগ)

ক হযরত খাদিজা (রা.)   খ হযরত আয়িশা (রা.)

● হযরত ফাতিমা (রা.)   ঘ হযরত মারিয়াম (আ.)

১২৭. উক্ত মহীয়ষীর গুণাবলি ধারণের ফলে রাবেয়া কোম লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলৱাহর সন্তুষ্টি   ii. অধিক সাওয়াব   iii. প্রচুর ধন–সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৮ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মজিদ সাহেবের মেয়ে রাহেলা। বাবা তার পছন্দমতো ছেলের সাথে তাকে বিয়ে দেন। মেয়েটি বাবার মতো সৎ এবং দানশীল ছিলেন। স্বামীগৃহে গিয়ে অভাব–অনটন আর কষ্টে দিন কাটলেও কোনো দিন মুখ ফুটে কিছুই বলেননি। কারণ আলৱাহর পুরস্কার তিনি আশা করেন।

১২৮. রাহেলার চরিত্রে কোন মহীয়সী নারীর আদর্শ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

● হযরত ফাতিমা (রা.)   খ হযরত আয়িশা (রা.)

গ হযরত খাদিজা (রা.)   ঘ হযরত রাবেয়া বসরী

১২৯. উক্ত মহীয়ষী পরিহার করে চলতেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. সাজসজ্জা   ii. জাঁকজমক পোশাক   iii. ইবাদত বন্দেগি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর